

এবারের বিশ্ব আইটি রিপোর্টে কোন দেশ কোন অবস্থানে

গোলাপ মুনীর

গত বছর আন্তর্জাতিক বিজনেস স্কুল INSEAD-এর সহযোগিতা নিয়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম 'গো-বাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রিপোর্ট' প্রকাশের মধ্য দিয়ে পালন করে এ ধরনের বার্ষিক ব্যাপকধর্মী রিপোর্ট প্রকাশের দশম বার্ষিকী। 'গো-বাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রিপোর্ট'; ২০১২' হচ্ছে এর একাদশ সংস্করণ। এবারের এ রিপোর্টের শিরোনাম: Living in a Hyper-connected world। এবারের এ রিপোর্টে বিশ্বের ১৪২ দেশের আইসিটি কর্মকাণ্ডকে জরিপের আওতায় এনে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তৈরি করেছে এসব দেশের এনআরআই তথা 'নেটওয়ার্ক রেজিনেন্স ইনডেক্স'। বিশ্ব অর্থনীতির ৮৮ শতাংশ জিডিপির অধিকারী এই ১৪২ দেশ। প্রাথমিকভাবে এই আইসিটি রিপোর্ট প্রকাশ শুরু হয়েছিল বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ও উন্নয়নের ওপর আইসিটির প্রভাব পরিমাপের জন্য। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এই সাংবাহক রিপোর্ট সূত্রে যে এনআরআই তৈরি করে আসছে, তা নিয়ে পরিমাপ করা যাচ্ছে একটি দেশ তার আইসিটির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে কতটুকু সক্ষমতা অর্জন করেছে, সংশ্লিষ্ট দেশটি তার অর্থনীতি ও সামগ্রিক উন্নয়নে আইসিটিকে কতটুকু ব্যবহার করতে পারছে এবং দেশটির অর্থনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহারের জন্য নিজেকে কতটুকু প্রস্তুত করতে পারছে। বেশ কিছু দেশের সরকার ইতোমধ্যেই তাদের প্রতিযোগিতার ও উন্নয়নের মাঝে নির্ণয়ে এনআরআইকে দুলাবান নির্ণায়ক যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রতিবছর এই বিশ্ব আইসিটি রিপোর্ট প্রকাশ করে বিভিন্ন দেশের সরকার ও নীতি-নির্ধারকদের সহযোগিতা করছে তাদের আইসিটি ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও সফলতা চিহ্নিত করতে

এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী ককর্ষীয় নির্দেশে।

২০০২ সাল থেকে এই রিপোর্ট প্রণীত ও প্রকাশ হয়ে আসছে নিয়মিত। সেই থেকে লক্ষ করা গেছে, মোটামুটি নেটওয়ার্ক রেজিনেন্স স্কোরের স্বিকশীল রয়েছে। তা সত্ত্বেও এই সময়ে আইসিটি শিল্পে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এবং পরিবর্তনের এ পথ ধরেই বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনীতি ও সামগ্রিক ক্ষেত্রে চলছে ব্যাপক বদলে দেয়ার পলা। সোজা কথায় বিপাক এই এক দশক সময়ে আমাদের পৃথিবী হয়ে উঠেছে আরো 'হাইপারকানেকটিভিটি'। আজ আমরা এমন একটা পরিবেশে বসবাস করছি, যেখানে ইন্টারনেট ও এর সহযোগী সেবায আমরা তৎক্ষণিকভাবে প্রবেশ করতে পারি, যেখানে মানুষ তার ব্যবসায়িক যোগাযোগ সম্পন্ন করতে পারে চাওয়া মাত্রই এবং যেখানে যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে আন্তঃসংযোগ। এটাই হচ্ছে হাইপারকানেকটিভিটি। মোবাইল যন্ত্র, বিগ ডাটা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নজির সৃষ্টিকারী অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এই হাইপারকানেকটিভিটির চলিকাশক্তি। এরই প্রভাবে আমরা সমাজে দৌল পরিবর্তন দেখতে শুরু করেছি। হাইপারকানেকটিভিটি

নতুন নতুন চ্যালেঞ্জেরও। এ চ্যালেঞ্জ আসতে পারে নিরাপত্তা, সাইবার অপরাধ, গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত তথ্যরক্ষা, ব্যক্তিবিশেষের অধিকার ও তথ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে। প্রচলিত সংগঠনগুলো এবং শিক্ষাক্রমাে ও ইডাক্সি কনভার্জের ক্ষেত্রে মোকাবেলা করে চলছে চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ অপরিহার্যভাবে প্রভাব ফেলবে নীতিগতনাম এবং বিধিবিধান তনাম। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই হাইপারকানেকটিভিটির চ্যালেঞ্জের প্রভাব পড়বে ইনভেন্টরি, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, তারবিহীন সেনসেন, নৌ-যন্ত্রপাতি এবং আরো নানা কিছুয় ওপর। জীবন ও কর্মে আইসিটির প্রভাবও দিনদিন বাড়বে, তা সুনিশ্চিত।

WORLD
ECONOMIC
FORUM

গো-বাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রিপোর্ট তথা জিআইটিআর প্রকাশনের লক্ষ্য হচ্ছে— আইসিটি ব্যবহার করে কোন

দেশ এ প্রতিযোগিতায় কতটুকু এগিয়ে গেছে ও নাগরিক কল্যাণ কতটুকু করতে পেরেছে, তা পরিমাপ, চিহ্নিত ও বৈশ্বমার্গ করা। এই রিপোর্টে রয়েছে চারটি ধারণাগত (থিম্যাটিক) অংশ। প্রথম অংশে বর্ণনা রয়েছে ধারণাগত কাঠামো ও ২০১২ সালের এনআরআইয়ের সাথে এর সম্পর্ক। এ ছাড়া প্রথম অংশে হাইপারকানেকটিভিটির জেনারেল থিম সম্পর্কে বাছাই করা কিছু বিশেষজ্ঞের লেখাও সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে দুটি কেস স্টাডি, যাতে আন্ডারবাইজান ও মৌরিতিয়াসের হাইপারকানেকটিভিটির উদ্যোগের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অংশে রয়েছে ১৪২ দেশের আলাদা আলাদা প্রোফাইল। এতে প্রতিটি দেশের নেটওয়ার্ক রেজিনেন্স চিত্র প্রকৃতি ধরার পাশাপাশি বেশ কিছু চলকের বা তিরিয়েবলের আন্তর্জাতিক তুলনাও দেখানো হয়েছে। রয়েছে এনআরআইয়ের উল্লেখ। চতুর্থ অংশে আছে ৩৫টি চলকের উপাত্ত-তক বা ডাটা টেবল আর র্যাঙ্কিং। দুই শতাধিক পৃষ্ঠারও বেশি দীর্ঘ রিপোর্টের বিস্তারিত একটিমাত্র প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে তুলে ধরা একেবারেই অসম্ভব। তাই আমরা এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে আলোচ্য রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'নেটওয়ার্ক রেজিনেন্স রিপোর্ট'; ২০১২'-র ওপরই আলোচনা মূলত কেন্দ্রীভূত রাখার প্রয়াস পাব। তবে সেই সাথে থাকবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিকের উল্লেখ।



ধাক্কে এই বিশ্লেষণের আলোকে উঠে আসা বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রোবাইস।

এনআরআই : ২০১২

আগের বছরের রিপোর্টের মতো এবারের নেটওয়ার্ক রেজিনেস ইনডেক্স তথা এনআরআই তৈরি করতে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন তথা আইটিইউ এবং জার্মানি এবং ওয়াল্ট ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সংযোগ উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি অবলম্বন করা হয়েছে এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভের ওপর। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রতিবছর এ সার্ভে বা মতামত জরিপ পরিচালনা করে। সার্ভে চলে অগোপন আইসিটি রিপোর্টের জাগতজনীয় সব দেশে। ২০১২ সালে এনআরআই প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ সার্ভে চলছে বিশ্বের ১৪২ দেশে, যা বিশ্বের ৯৮ শতাংশ প্রকৃতির ধারক-স্বাক্ষর।

এনআরআই ফলাফলে সেরা সূচকসহীর্ষ দশটি দেশই অগ্রসর অর্থনীতির দেশ। এই সেরা দশকে প্রধানত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আধিভিনেত্রীত্ব ও উত্তর ইংল্যান্ড অঞ্চলের দেশগুলোর। সাথে আছে সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ে। এনআরআই তালিকার শীর্ষে রয়েছে সুইডেন। সেরা দশের দেশগুলো মোটামুটি কাছাকাছি দেশ। এমন বেশ সব বিবেচনায়ই মোটামুটি ভঙ্গা করেছে। সেরা দশের তালিকার এনেছে যথাক্রমে : সুইডেন, সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও যুক্তরাজ্য। লক্ষণীয়, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের অবস্থান এ ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮ ও ১০ নম্বরে।

উপ-সাহারা ও আফ্রিকা অঞ্চল

রিপোর্ট মতে, আইসিটি রেজিনেস উপ-সাহারীয় অঞ্চলের দেশগুলো এখনো পিছিয়ে রয়েছে। এমন দেশের বেশিরভাগই বেশ পিছিয়ে আছে কয়েকটিজটির ক্ষেত্রে। কারণ, সেখানে এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে আইসিটি অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। এর ফলে ইন্টারনেট সংযোগ-ব্যয় সেখানে খুবই বেশি। এই পিছিয়ে থাকা পরেছনের অন্যান্য কারণ হলো দক্ষতার অভাব এবং, বাবসায়িক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব। উপ-সাহারীয় অফ্রিকীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আইসিটি রেজিনেস সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে মৌরিটানিয়া। রেজিনেস ইনডেক্সে এ দেশটির অবস্থান ৫৩তম অবস্থানে। এরপর এ অঞ্চলের দেশ নাইজার অফ্রিকা রয়েছে ৭১তম স্থানে এবং নাইজেরিয়া ১১২তম স্থানে। এর আগে রয়েছে অফ্রিকীয় দেশ কফুডা (৮২তম), বতসোয়ানা (৮৯তম), কেনিয়া (৯৩তম) এবং সেনেগাল (১০০তম) স্থানে। রিপোর্ট মতে, অফ্রিকার দেশগুলো রেজিনেস সূচকের সব উপাদানেই দুর্বল ফল প্রদর্শন করেছে। এর মধ্যে প্রধান কারণ হলো অপব্যয় অবকাঠামো, নিম্নমানের আইসিটি অবকাঠামো, দক্ষতার অভাব, প্রযুক্তিসমৃদ্ধ কর্মকাণ্ড প্রসারের সুযোগের অভাব।

তালিকার শীর্ষদেশ সুইডেন সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদর্শন করেছে। রেজিনেস ইনডেক্সের ১০টি স্তরের চারটিতেই সবার শীর্ষে

নেটওয়ার্ক রেজিনেস ইনডেক্স ২০১২

| সেরা দশ | |
|--------------------|--------------------|
| ০০১, সুইডেন | ০০৬, নেদারল্যান্ডস |
| ০০২, সিঙ্গাপুর | ০০৭, নরওয়ে |
| ০০৩, ফিনল্যান্ড | ০০৮, যুক্তরাষ্ট্র |
| ০০৪, ডেনমার্ক | ০০৯, কানাডা |
| ০০৫, সুইজারল্যান্ড | ০১০, যুক্তরাজ্য |

| সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা দশ | |
|-------------------------|------------------|
| ১০৪, মালদাশ্বার | ১০৯, মৌরিটানিয়া |
| ১০৫, হার্কিন সাঙ্গো | ১১০, লেটোভা |
| ১০৬, সুরিনাম | ১১১, আন্দোরা |
| ১০৭, বুর্জিন | ১১২, ইয়েমেন |
| ১০৮, চাদ | ১১৩, হার্কি |

সূত্র : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম

রয়েছে এ দেশ। এ চারটি স্তর হচ্ছে অবকাঠামো ও ডিজিটাল কনটেন্ট, ব্যক্তিগত ব্যবহার, বাবসায়িক ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক জ্ঞান। সুইডেনের পর বিক্রীয় অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর এশীয় টাইগারদের মধ্যে সেরা অবস্থানে। তাইওয়ান ১১তম অবস্থানে। কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ১২তম এবং হংকং ১৩তম স্থানে। সুইডেনের তুলনায় সিঙ্গাপুরের পারফরম্যান্স প্রায় কাছাকাছি। নগর রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর রাজনৈতিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক স্তরছয় ১০ স্তরের পাঁচটিতেই রয়েছে সবার শীর্ষে।

অর্থম অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের পারফরম্যান্স বেশ জোরালো। দেশটি আইসিটি ব্যবহার করছে সফলতার সাথে। আন্তরক ও রাজনৈতিক ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেশটিকে রয়েছে কিছু বাধা-বিপত্তি। এর ফলে এ ক্ষেত্রে দেশটির অবস্থান ২১তম স্থানে। আইন প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড আছে দুর্বলতা।

ইউরোপ অঞ্চল

অর্থনৈতিক পরিবর্তনে আইসিটিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে গোটা ইউরোপ সবার অগ্রে। রিপোর্টের রাঙ্কিংয়ে সেরা দশের সাতটিই ইউরোপের দেশ, যেখানে সুইডেনের অবস্থান শীর্ষে। তা সত্ত্বেও ইউরোপ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈষম্য। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের সামনে রয়েছে বিভিন্ন প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ। এসব অঞ্চল হচ্ছে : দক্ষিণক লেটভা, অগ্রসর অর্থনীতির দেশ, পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ ইউরোপ এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ। আইসিটি ব্যবহারে স্ক্যান্ডেনেভিয়া, থকা দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলো খুবই সফল। এরা প্রতিযোগিতা কৌশলের সাথে আইসিটিকে প্রোগ্রামিং সমন্বিত করতে পারছে। উত্তরবঙ্গের দেশের খণ্ডিত পরেছে। সমাজের সব স্তরে সব জায়গায় আইসিটি পৌঁছাতে পরেছে। শিশুরা ও শাস্ত্রসেবায় আইসিটির ব্যবহার সিন্ধিত করতে পরেছে। সুইজারল্যান্ড (স্বাম্ম), নেদারল্যান্ডস (যেট) ও যুক্তরাজ্য ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের বাকি পাঁচটি দেশ-জার্মানি (১৬তম), অস্ট্রিয়া (১৯তম), লুক্সেমবার্গ (২১তম), বেলজিয়াম (২২তম) ও ফ্রান্স (২৩তম)-তালিকার ওপরের দিকেই রয়েছে। ১৬তম থেকে ২৩তম

অবস্থানের মধ্যে থাকা গ্রুব দেশ সার্বিকভাবে আইসিটি উন্নয়নে ভালো অবস্থানেই রয়েছে। তবে দক্ষিণ দেশগুলোর পর্যায় নয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দক্ষিণবঙ্গের চারটি দেশের সব রাঙ্কিং-পুর্ক্যাল, স্পেন, ইতালি ও গ্রিস আইসিটির ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে রয়েছে। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর আইসিটি হ্রিটো শীর্ষ প্রকৃতির। চেক প্রজাতন্ত্র, হাংকরি, পোল্যান্ড ও স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের তুলনায় সামান্য কিছুটা পিছিয়ে আছে রুম্যানিয়া ও বুলগেরিয়া (যথাক্রমে ৪২তম, ৪৩তম, ৪৯তম, ৬৪তম, ৬৭তম এবং ৭০তম)। আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে এসব দেশ অবশ্য বেশ ভালোই করেছে। তবে আইসিটি সেবার দাম এখনো এসব দেশে বেশি রয়ে গেছে, বিশেষত চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাক প্রজাতন্ত্রে।

কাজখান্দ, রাশিয়া, আন্দোরাইজান-এগুলো কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস তথা সিআইএএনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো করতে পরেছে। এগুলোর অবস্থান যথাক্রমে ৫৫তম, ৫৬তম ও ৬১তম স্থানে। এই তিনটি দেশই সমন্বীয় ব্যাংক আইসিটি অবকাঠামো ব্যবহার করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহারের সরকারের অতিপ্রতি এখানে নিম্নপর্যায়ই রয়ে গেছে রাশিয়ায়।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সপ্তম পরিম সম্পদশালী, উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ডিজিটাইজিট দেশে। সেই সাথে এ অঞ্চলে আছে বেশ কয়েকটি অতি গণিত দেশও। এ অঞ্চলের কয়েকটি দেশে কয়েকটিজটি পরিষ্কিত খুবই নাজুক পর্যায়ের। সিঙ্গাপুর ছাড়া এ অঞ্চলের আরো ৬টি দেশের অবস্থান রেজিনেস ইনডেক্সে তালিকার সেরা বিশে। তাইওয়ান ১২তম, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ১২তম, হংকং ১৩তম, নিউজিল্যান্ড ১৪তম, অস্ট্রেলিয়া ১৭তম ও জাপান ১৮তম স্থানে। ৫১তম স্থানে থাকা চীন বিকাশমান অর্থনৈতিক দেশগুলোর জেট BRICS-স্ক্রু দেশগুলোর মধ্যে সেরা অবস্থানে রয়েছে। এরপরও চীনের সামনে রয়েছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ। এর ফলে দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইসিটিকে প্রোগ্রামিং কাজে লাগাতে পারছে না। চীনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, বিশেষত এর ব্যসায়িক পরিবেশে বেশ কিছু ছাতি বিদ্যমান, যার ফলে সেখানে প্রত্যাশিত মাত্রায় উদ্ভাবনা ও উদ্যোগ সংঘটিত হতে পারছে না। দেশটিকে আছে অতিরিক্ত মাত্রায় লাল ফিতার দৌরাহা, সুদীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, অস্বস্ত্য করাগোপ (যুগান্তর ৬৪ শতাংশ) ও মোবাইলব্রের অসিন্ধিত সুরক্ষা। অসুবিধা হবার মতে, চীনে ইনস্টল করা সফটওয়্যারের ৮০ শতাংশই পাইরেটেড। আর সে দেশে নতুন টেকনোলজি পাওয়া যাবা যেমনি সীমিত আকারে, তেমনি সেখানে। রেজিনেস ইনডেক্সের অবকাঠামো ও ডিজিটাল কনটেন্ট স্তরের ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান ১০০তম স্থানে, যার প্রধান কারণ অনুন্নত ইন্টারনেট অবকাঠামো।

চীনের চেয়ে ২০ স্থান পেছনের ৬৯তম স্থানে

হয়েছে ভারত। আইসিটি রেডিনেসে ভারতের পারফরম্যান্স ভালো-মন্দ মিলিয়ে মিশ্র পর্যায়ের। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে উৎসাহবাহক ফল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের অনেক কিছুই করার বাকি। বেশ শিঙিয়ে আছে রাজনৈতিক ও বিবিনিষেধ আওতা পরিবেশের ক্ষেত্রে (৭১তম)। তেমনি শিঙিয়ে ব্যবসায় ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে (৬৯তম)। বাবাসায়ের পথে বাধা হচ্ছে পরিব্যাপক লাল ফিতার দৌরাহুতা। দেশটিতে কর্পোরেট ট্যাক্স সবচেয়ে বেশি। ভারতে একটি মুক্তি কার্যক্রম পর্যায় নিয়ে সৌভাগ্য সময় নয় ৪ বছর। একটি ব্যবসায় শুরু করতে প্রয়োজন সুদীর্ঘ সময় ও প্রচুর কাগজপত্র তৈরির। ব্যক্তিপর্যায়ের আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত ১১৭তম স্থানে। বর্তি ১০০ জনে সোবো ৬১ জন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। সাত্বে ৭ শতাংশ লোক ব্যবহার করে ইন্টারনেট। ৬ শতাংশ পরিবারের রয়েছে পিসি। প্রতি ১০০ জনে মাত্র ১ জন প্রভাবাত্তের থাকে। এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য প্রয়োজন দক্ষতা ও অবকাঠামোর উন্নয়ন। অবশ্য আয়কর্ষেলিটির ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান খুবই ভালো। কারণ, এ ক্ষেত্রে আছে তুমুল প্রতিযোগিতা। এর ফলে দেশটিতে আইসিটি রেডিনেসে বেশ একটা গতি এসেছে, যদিও পেনিট্রেশন এখনো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে খুবই সীমিত। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোই এগিয়ে আসে সবার আগে। দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে দেশটির সরকার আইসিটি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এসব সমস্যার মধ্যে আছে কর্মসংস্থান, দুর্নীতি, লাল ফিতার দৌরাহুতা ও শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা। অর্থনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপারে আইসিটির ওপর ভারত

গুরুত্বারোপ করেছে কি না, তা এখনো দেখার অপেক্ষায়। তবে ভারতে আইসিটি ছোট আকারে হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। দেশটির অর্থনৈতিক প্রভাব ক্রমে ৪১তম স্থানে অবস্থানের অবস্থানট্রে এ বিষয়টি স্পষ্ট।

নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনভেস্টর মালয়েশিয়ার অবস্থান ২৬তম স্থানে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এ ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অবস্থান সবার শীর্ষে। মালয়েশিয়ার ষ্টেটা কেটরিয়া ও অন্য এশীয় টাইগারদের সমকক্ষতা অর্জন। দেশটির সরকার লক্ষ্য বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। চলতি দশক শেষ হওয়ার আগেই মালয়েশিয়া উত্থমায়ার আয়ের দেশ হতে চায়, আর এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে আইসিটির। সরকারসংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যগত সূচকে মালয়েশিয়ার এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিফলন রয়েছে। সরকারের আইসিটি ব্যবহারবিষয়ক ক্রমে মালয়েশিয়ার অবস্থান যঠ স্থানে। এ অবস্থান অন্যান্য এশীয় টাইগারের কাছাকাছি। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রম বাড়িয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে। অর্থব্যয়মান হারে এ ক্ষেত্রে এরা উদ্ভাবনীমূলক। আইসিটির ক্ষেত্রে সরকারের মেয়া এসব পদক্ষেপ দেশটির অর্থনীতি পাশ্বে দেয়ার ওপর প্রভাব ফেলেছে বলেই মনে হয়। সমাজেও আইসিটির প্রভাব স্পষ্ট। তবে ব্যক্তিপর্যায়ের আইসিটি ব্যবহারবিষয়ক ক্রমে দেশটির অবস্থান একটু পেছনেই, ৪৭তম স্থানে।

জাপানকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সুখ্যাৎ "ইনোভেশন পাওয়ারহাউস"। আইসিটি রেডিনেস সূচকে এ দেশটির অবস্থান ১৮তম স্থানে। নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনভেস্টর

পরিবেশগত উপসূচকে কিছু ঘাটতি থাকার কারণে জাপানের এই অবস্থান। সাথে আছে লাল ফিতার দৌরাহুতার অভিযোগ। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জাপানের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, এর ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ইনোভেশন প্রায় প্রতিস্থানিতাহীন (ভূতীয় অবস্থান)। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জাপানকে করে তুলেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাপের উৎপাদনশীল অর্থনীতির দেশে। এই অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়া সমাজের ক্ষেত্রে সে অনুযায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি জাপান (২৬তম)। ব্যবসায়িক পরিবেশ খুবই অনুকূল। জিডিপি বিপ-বের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান আসছে সরকারের কাছ থেকে। এর ফলে জাপান হয়তো সৃষ্টি করতে পারে উন্নয়নের নতুন কোনো মডেল।

রেডিনেস সূচকে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান ১৭তম স্থানে। দেশটির প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও ব্যবসায়িক পরিবেশ সফি-স্টের অনুকূলে। পরিবেশগত উপসূচকে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান ১২তম স্থানে। অস্ট্রেলিয়ার রেডিনেস অবস্থান আরো অনেক ওপরে উঠতে পারত, যদি না থাকত এর দুর্বল শীতলিত অবস্থান। ১০০তম স্থানে রয়েছে এর অ্যাক্বেটবিলিটি ক্ষত্বের অবস্থান। তবে সরকারের আইসিটি ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছে বেশ ভালো নম্বর (অষ্টম অবস্থান)। তেমনি ভালো নম্বর সামাজিক ওস্তের। অষ্টম অবস্থানে থাকতে পেলেই এ ক্ষেত্রেও।

তাইওয়ান রেডিনেসে ১১তম স্থানে। ১৯৮০-৯ দশকের পর থেকেই দেশটি সবার বন্ধর কাছে ইলেকট্রনিক ও হাইটেক প্রযুক্তিগণা উৎপাদনের ক্ষেত্রে। তখন থেকেই আইসিটি ছিল এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল্য বিজ্ঞান। রেডিনেসে

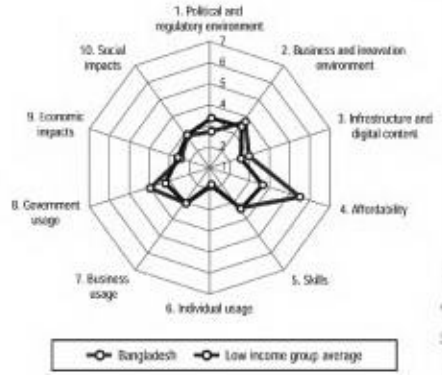
নেটওয়ার্ক রেডিনেস ইনডেক্স ২০১২ : কোন দেশ কোন অবস্থানে

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| ০০১. সুইডেন | ০২৫. অয়ারল্যান্ড | ০৪৯. পোয়ান্ড | ০৭৩. কম্বিয়া | ০৯৭. ফল | ১২১. সুড়িলাম |
| ০০২. সিঙ্গাপুর | ০২৬. মাল্দি | ০৫০. ডিউনিশিয়া | ০৭৪. জামাইকা | ০৯৮. গ্যুয়েতেমাল | ১২২.কেটি ডিগোল্ডসবের |
| ০০৩. ফিনল্যান্ড | ০২৭. মাররোইন | ০৫১. টুস | ০৭৫. ইটালি | ০৯৯. হুয়ুয়ান | ১২৩. ফান্সিরা |
| ০০৪. লেমনার | ০২৮. সার | ০৫২. বুয় | ০৭৬. ফেরিজো | ১০০. সোলোম | ১২৪. জিম্বাবুয়ে |
| ০০৫. সুইজারল্যান্ড | ০২৯. মাদাগাস্কার | ০৫৩. মোট্রিকাল | ০৭৭. রাইফায় | ১০১. প্যাকিস | ১২৫. ক্যাম্বোড |
| ০০৬. লেভান্ডার | ০৩০. মারর অম্বিভ | ০৫৪. ব্রুনাই দারুসালায় | ০৭৮. মরোক্কো | ১০২. প্যাকিস | ১২৬. মাল্দি |
| ০০৭. মররো | ০৩১. লিথুয়েনিয়া | ০৫৫. কাজাকস্তান | ০৭৯. মিসর | ১০৩. এন সাফেলের | ১২৭. বর্নিজিয়া |
| ০০৮. হুয়ুয়ান | ০৩২. সাইপ্রাস | ০৫৬. রাশিয়া | ০৮০. ইন্দোনেশিয়া | ১০৪. ইরান | ১২৮. লেবান |
| ০০৯. কানাডা | ০৩৩. স্লোভাক | ০৫৭. পানামা | ০৮১. কেমপুডিয়া | ১০৫. সার্বিয়া | ১২৯. জির্জিয়া |
| ০১০. হুয়ুয়ান | ০৩৪. সৌদি আরব | ০৫৮. কোস্টরিকা | ০৮২. লাতভিয়া | ১০৬. পেরু | ১৩০. ইলিওর্জিয়া |
| ০১১. তাইওয়ান (চীন) | ০৩৫. বার্বোডো | ০৫৯. মিস | ০৮৩. ডিগোল্ডস | ১০৭. বেলিজুয়েরা | ১৩১. নিকারাগুয়া |
| ০১২. কোরিয়া প্রজাতন্ত্র | ০৩৬. পুর্তোগেলিসে | ০৬০. ব্রিটানিয়া এ টোব্যাগো | ০৮৪. বর্নামিয়ারাজেভোজিয়া | ১০৮. কমেডিয়া | ১৩২. তিমুর |
| ০১৩. হংকং | ০৩৭. স্পেন | ০৬১. আয়ারল্যান্ড | ০৮৫. সার্বিয়া | ১০৯. আর্মিয়া | ১৩৩. লেবোতো |
| ০১৪. লিউক্সেমবার্গ | ০৩৮. স্পেন | ০৬২. কুয়েট | ০৮৬. মিলিপাইল | ১১০. মাদাগাস্কার | ১৩৪. মাদাগাস্কার |
| ০১৫. আইসল্যান্ড | ০৩৯. চিলি | ০৬৩. মঙ্গোলিয়া | ০৮৭. ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ১১১. প্যারাগুয়ে | ১৩৫. বর্নিনী কানো |
| ০১৬. জার্মানি | ০৪০. ওমান | ০৬৪. সোমালি প্রজাতন্ত্র | ০৮৮. জর্জিয়া | ১১২. হাইটেন্ডিয়া | ১৩৬. সুয়াজিলাণ্ড |
| ০১৭. অস্ট্রেলিয়া | ০৪১. মাল্দিভা | ০৬৫. ব্রুনিয়া | ০৮৯. মরোক্কো | ১১৩. বাংলাদেশ | ১৩৭. ফিলিপ |
| ০১৮. জাপান | ০৪২. চেক প্রজাতন্ত্র | ০৬৬. মৌল্ডোভিয়া | ০৯০. পানামা | ১১৪. রাফিকাল | ১৩৮. চীন |
| ০১৯. অস্ট্রিয়া | ০৪৩. মার্কি | ০৬৭. রোমানিয়া | ০৯১. মরোক্কো | ১১৫. নিরান্ডাল্যান | ১৩৯. জেরিজিভিয়া |
| ০২০. ইসরাইল | ০৪৪. উরুগুয়ে | ০৬৮. আলবেনিয়া | ০৯২. আর্জেন্টিনা | ১১৬. মাল্দিভা | ১৪০. অ্যাঙ্গোলা |
| ০২১. লুক্সেমবার্গ | ০৪৫. ব্রোজিগিয়া | ০৬৯. জর্জিয়া | ০৯৩. বেলিয়া | ১১৭. বেলিয়া | ১৪১. ইরাক |
| ০২২. বেলজিয়াম | ০৪৬. অস্ট্রেলিয়া | ০৭০. বুয়গেরিয়া | ০৯৪. আর্মেনিয়া | ১১৮. আর্জেন্টিনা | ১৪২. হাইটেন্ডিয়া |
| ০২৩. ব্রুনি | ০৪৭. জার্মানি | ০৭১. ব্রুনাই | ০৯৫. পোপাল | ১১৯. বোর্নিয়া (East Zc) | ১৪৩. অস্ট্রেলিয়া |
| ০২৪. অস্ট্রেলিয়া | ০৪৮. ইতালি | ০৭২. মাল্দিভা | ০৯৬. ইকুয়েডর | ১২০. মোজাম্বিক | |

Rank Score
(out of 142) (1-7)

Networked Readiness Index 2012 113 ... 3.2

| | |
|--|---------------------|
| A. Environment subindex..... | 123 3.2 |
| 1st pillar: Political and regulatory environment | 130 2.7 |
| 2nd pillar: Business and innovation environment | 100 3.7 |
| B. Readiness subindex | 103 3.9 |
| 3rd pillar: Infrastructure and digital content | 114 2.9 |
| 4th pillar: Affordability | 58 5.4 |
| 5th pillar: Skills | 129 3.3 |
| C. Usage subindex..... | 108 3.0 |
| 6th pillar: Individual usage | 125 1.8 |
| 7th pillar: Business usage | 118 3.1 |
| 8th pillar: Government usage | 56 4.1 |
| D. Impact subindex..... | 124 2.7 |
| 9th pillar: Economic impacts | 125 2.5 |
| 10th pillar: Social Impacts | 120 2.9 |



Source: World Economic Forum

ভাঙ্গা অবস্থান ধরে রাখার পেছনে তাইওয়ান সরকারের ভূমিকা বড় মাপের। সরকারের আইসিটি ব্যবহার ক্ষেত্রে তাইওয়ানের অবস্থান কৃত্রিম, অর্থনৈতিক প্রভাব ক্ষেত্রে সপ্তম এবং সামাজিক প্রভাব ক্ষেত্রে দ্বিতীয়। তবে তাইওয়ান এর পলিটিক্যাল ও রেগুলেটরি ক্ষেত্রে সে অনুযায়ী ততটা ভালো দরজা পাননি (৩৬তম), যদিও ব্যবসায়িক ও উদ্ভাবনা ক্ষেত্রে দেশটির অবস্থান ষষ্ঠ স্থানে।

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল

আইসিটিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো বেশ পিছিয়ে রয়েছে। আইসিটি রেডিনেস সূচীক্রে এ অঞ্চলের একটি দেশ সেরা হিসেবে স্থান করে নিতে পারেনি। মাত্র সামান্য কমটি দেশ প্রথম ৫০টি দেশের তালিকায় আসতে পেরেছে। বার্বাডোস, পুয়ের্তোরিকো, চিলি ও উরুগুয়ে রেডিনেস সূচক তালিকায় যথাক্রমে ৩৫তম, ৩৬তম, ৩৯তম ও ৪৪তম স্থানে রয়েছে। আইসিটি রেডিনেসে পিছিয়ে থাকার পেছনে এ অঞ্চলের দেশগুলোর তিনটি প্রধান দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে: আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণে অপার্টিক বিলিগেন্স, দুর্বল দক্ষতা এবং আইসিটি ব্যবহারে সমাজের সক্ষমতার অভাব। সেই সাথে আছে উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ। এ অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াতে হলে জাদনৈতিক কর্মকাণ্ড আরো জোরদার করে ফুলতে হবে।

দুটি ছোট ক্যারিবীয় দ্বীপদেশ বার্বাডোস (৩৫তম) ও পুয়ের্তোরিকো (৩৬তম) এ অঞ্চলের মধ্যে আইসিটি ব্যবহারের সক্ষমতার সবচেয়ে এগিয়ে। উভয় দেশে রয়েছে উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ। দেশ দুটি উপকৃত হয়েছে এর উন্নত আইসিটি অবকাঠামো থেকে। তবে পুয়ের্তোরিকো মোবাইল কভারেজে

(১২০তম স্থান) বেশ পিছিয়ে আছে। বার্বাডোসের দক্ষতার মানের ভিত্তি (১০তম) খুবই ভালো অবস্থানে। তবে আইসিটি ব্যবহারের খরচ সেখানে এখানে বেশি (১০২তম)। পুয়ের্তোরিকোতে আইসিটি দক্ষতা আরো বাড়ানো প্রয়োজন (৭৮তম)। উভয় দেশের ক্ষেত্রেই আইসিটি উন্নয়ন ঘটিয়ে মূলত বেসরকারি বাতের মাধ্যমে। বিশেষ করে এটি বেশি সত্তা পুয়ের্তোরিকার বেলায়। উভয় দেশে সরকারি পর্যায়ে আইসিটির উন্নয়ন পদক্ষেপ দুর্বল।

চিলির আইসিটি রেডিনেস অবস্থান ৩৮তম স্থানে। লতিন আমেরিকার অন্যথা দেশের তুলনায় এ অবস্থানকে ভালোই ধরতে হবে। উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ ও সঠিক আইনি কাঠামো থেকে দেশটি উপকৃত হয়েছে। এ দেশটিতে উদ্ভাবনা ব্যবস্থা সম্প্রতি উন্নত হতে শুরু করলেও তা এখানে রয়ে গেছে অপার্টিক পর্যায়। দেশটির আইসিটি উন্নয়নে এখনো বিরাজ করছে বেশ কিছু দুর্বলতা, যার জন্য দেশটির উন্নয়নে আইসিটিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। কোনো কোনো মাত্রায় অবশ্য এর আইসিটি অবকাঠামো ভালো করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বিশেষ করে মোবাইল কভারেজে এর ক্ষেত্র সর্বোচ্চ স্থানে (প্রথম)। তবে প্রযুক্তিগত প্রক্রিতে দেশটি বেশ পিছিয়ে। দেশটিকে আইসিটি সেবা পেতে হয় প্রচুর অর্থ খরচ করে (১৯তম)। সর্বোপরি শিক্ষার মাত্রা খুবই নিম্ন। দেশতার ভিত্তি (১০তম) বর্তমান অবস্থ থেকে অনেক উপরে তুলে আনা না হলে আইসিটির উপকার ভোগ করা দেশটির পক্ষে সম্ভব হবে না। অনলাইন সার্ভিসের সুযোগ খুবই ভালো (১৮তম) হলেও বাসাবিহিত্তি এর ক্ষেত্রে এখনো সীমিত।

উরুগুয়ের অবস্থান ৪৪তম স্থানে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যোগ্যে আইসিটির ওপর বেশ ভালোভাবে কাজে উরুগুয়ে এগিয়ে

মধ্যে অন্যতম। আইসিটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সরকারের ভূমিকাই এখানে প্রধান। সরকার দেশে একটি ভালো মানের আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে। স্কুলছাত্রদের জন্য আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ বিদেশীয় দেশটির অবস্থা ১১তম স্থানে। এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে প্রতি ছাত্রের জন্য একটি কম্পিউটার। এসব উদ্যোগ সচুে টেকনোলজিক্যাল রেডিনেসে দেশটির বর্তমান ৬৩তম স্থান থেকে আরো উপরে আসার দাবি রাখে। বিশেষ করে উন্নয়ন ঘটাতে হবে শিক্ষার মানে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্বলতার কারণে দেশটি আইসিটির সুফল পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে পারছে না। এ ছাড়া দুর্বলতা আছে ইনোভেশনে সিস্টেমে। বিশেষ করে কর্পোরেট পর্যায়ে দুর্বলতা দেশটির জ্ঞান-ঘন উদ্যোগে আশানুরূপ সক্ষমতা গড়ে উঠতে না।

পানামা ও কেকটরিকা রেডিনেস ইনডেক্সে যথাক্রমে ৫৭তম ও ৫৮তম স্থানে। আইসিটি ব্যবহারে মোটামুটি একই ক্ষেত্র ও লেভেলে (৫৬তম ও ৬৩তম) থাকলেও দেশ দুটির সামনে রয়েছে আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জ। আইসিটি রেডিনেসে উন্নয়ন ঘটাতে হলে উভয় দেশকে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। উভয় দেশের মধ্যে আইসিটি অবকাঠামো দুর্বলতা। পানামার দক্ষতার ভিত্তি নড়বড়ে। উরুগুয়ের দক্ষতার ভিত্তি ভালো।

রেডিনেসে রাখিয়ে ব্রাজিল ৬৫তম স্থানে। দেশটির ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আইসিটির ভালো ব্যবহার হচ্ছে (৩৩তম)। প্রায়গিক সক্ষমতাও ভালো (৩৩তম)। ইনোভেশনে সিস্টেম সচুে (২৯তম)। এসব শক্তিমত্তা থাকার পরও নতুন ব্যবসায় শুরু করার পরিবেশ ভালো (১৩৮তম)। কলি ভালো খুবই যারাপ।

রাখিয়ে বলায় ৭৩তম স্থানে। দেশটিতে সরকারি সেবা অনলাইনে পাওয়ার ব্যাপক সুযোগ (নবম) রয়েছে। ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য

ন্যায়িক সাধারণকে আইসিটি সেবায় অংশ নেয়ারে উৎসাহিত করছে (২৬তম)। তা ছাড়া ফুন্ডামেন্টালভাবে দক্ষ আইসিটি জনগোষ্ঠী থাকায় (৫৮তম) দেশটি আইসিটি উন্নয়নে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তবে আইসিটির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার মতো সক্ষমতার অভাব রয়েছে। ঘাটতি আছে আইসিটি অবকাঠামো ও ডিজিটাল কন্টেন্টের ক্ষেত্রে (১৮তম)। সেই সাথে রয়েছে উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের জন্য প্রতিকূল অবকাঠামোগত শর্ত। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিম্নমাত্রায় ব্যবহার হচ্ছে আইসিটি (৭১তম)। ব্যক্তিগতভাবে আইসিটি ব্যবহারের মাত্রাও কম (৭৬তম)। বাড়িতে মাত্র ২০ শতাংশ লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

মেক্সিকোর র‍্যাঙ্কিং ৭৬তম স্থানে। দেশটির সরকার অনলাইনে সেবা বাস্তবতে জোরদার পদক্ষেপ নিয়েছে (৩৯তম)। উত্থাসের সশি-উ ওয়েবসাইট বলে দেশটির নাগরিকদের ই-পাটিসিপেশন বাড়িয়েছে। তারপরও দেশটিতে

রয়েছে নানা দুর্বলতা। আইসিটি অবকাঠামো অপরিপূর্ণ (৮১তম)। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ক্ষেত্রে ৮৭তম। টেলিযোগাযোগ ব্যয়বহুল (১০০তম)। শিক্ষার মান নিম্ন (১০৭তম)। এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে আইসিটির উৎপাদনশীল ব্যবহারের ওপর।

আর্জেন্টিনার অবস্থান ৯২তম স্থানে। এখানে আইসিটি অবকাঠামোর অবস্থা বেশ ভালোই (৫৮তম)। ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারে দেশটির ৪১তম অবস্থানে। সাক্ষরতা বিচারে অবস্থান ৫১তম স্থানে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারে দেশটি লিডিয়ে (১৬তম) থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা এগিয়ে (৫৮তম)। আইসিটি ব্যবহার দেশটিতে প্রধান্য পাননি (১০৪তম)। আইসিটি ব্যবহার খরচ ব্যবহুল (১০৩তম)। রাজসৈনিক ও রেগুলেটরি পরিবেশ ভালো নয় (১২২তম)। উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের মুবোম্বুনি নানা অবকাঠামোগত বিধিনিষেধ।

এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর নেটওয়ার্ক রেডিংস ইনডেক্সে অবস্থান হচ্ছে : পেরু ১০৬তম, ভেনেজুয়েলা ১০৭তম, প্যারাগুয়ে ১১১তম, বহামিউ ১২৭তম, নিকারাগুয়া ১৩৩তম ও হাতি ১১২তম।

বাংলাদেশ প্রোগ্রাম

রেডিংসে ইনডেক্স তালিকায় আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২ দেশের মধ্যে ১৩০তম। যেখানে ভারত ৬৯তম এবং পাকিস্তান ১০২তম স্থানে। মালয়েশিয়া ২৯তম। শ্রীলঙ্কা ও নেপাল যথাক্রমে ৭৩তম ও ১২৮তম স্থানে। এবং তালিকার সর্বনিম্ন ১৪২তম স্থানে রয়েছে হাতি।

গ্লোবাল ইকোনমিক ফোরামের চলতি বছরের পে-বাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রিপোর্টে নেটওয়ার্ক রেডিংসে ইনডেক্সে মেরি স্কোর ৭-এর মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৩.২। নেটওয়ার্ক রেডিংসে ইনডেক্সকে আবার চারটি ▶

বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিস্তারিত নেটওয়ার্ক রেডিংস ইনডেক্স ২০১২

| INDICATOR | RANK (1-12) | VALUE |
|---|-------------|-------|
| 1st pillar: Political and regulatory environment | | |
| 1.01 Effectiveness of law-making bodies* | 94 | 3.0 |
| 1.02 Laws relating to ICT* | 117 | 3.0 |
| 1.03 Judicial independence* | 90 | 3.2 |
| 1.04 Efficiency of legal system in settling disputes* | 100 | 3.1 |
| 1.05 Efficiency of legal system in challenging regs* | 81 | 3.3 |
| 1.06 Intellectual property protection* | 129 | 2.4 |
| 1.07 Software piracy rate, % software installed | 103 | 90 |
| 1.08 No. procedures to enforce a contract | 106 | 41 |
| 1.09 No. days to enforce a contract | 138 | 1,442 |
| 2nd pillar: Business and innovation environment | | |
| 2.01 Availability of latest technologies* | 95 | 4.6 |
| 2.02 Venture capital availability* | 94 | 2.3 |
| 2.03 Total tax rate, % profits | 55 | 35.0 |
| 2.04 No. days to start a business | 80 | 19 |
| 2.05 No. procedures to start a business | 72 | 7 |
| 2.06 Intensity of local competition* | 92 | 4.5 |
| 2.07 Tertiary education gross enrollment rate, % | 108 | 10.6 |
| 2.08 Quality of management schools* | 90 | 3.9 |
| 2.09 Gov't procurement of advanced tech* | 117 | 3.0 |
| 3rd pillar: Infrastructure and digital content | | |
| 3.01 Electricity production, kWh/capita | 120 | 240.3 |
| 3.02 Mobile network coverage, % pop. | 97 | 90.0 |
| 3.03 Int'l internet bandwidth, kbps per user | 110 | 2.8 |
| 3.04 Secure internet servers/million pop. | 134 | 0.3 |
| 3.05 Accessibility of digital content* | 112 | 4.0 |
| 4th pillar: Affordability | | |
| 4.01 Mobile cellular tariffs, PPP \$/min | 2 | 0.03 |
| 4.02 Fixed broadband internet tariffs, PPP \$/month | 76 | 36.28 |
| 4.03 Internet & telephony competition, 0-2 (best) | 107 | 1.25 |
| 5th pillar: Skills | | |
| 5.01 Quality of educational system* | 85 | 3.4 |
| 5.02 Quality of math & science education* | 106 | 3.3 |
| 5.03 Secondary education gross enrollment rate, % | 116 | 49.3 |
| 5.04 Adult literacy rate, % | 128 | 55.9 |

| INDICATOR | RANK (1-12) | VALUE |
|--|-------------|-------|
| 6th pillar: Individual usage | | |
| 6.01 Mobile phone subscriptions/100 pop. | 127 | 46.2 |
| 6.02 Individuals using internet, % | 130 | 3.7 |
| 6.03 Households w/ personal computer, % | 127 | 3.1 |
| 6.04 Households w/ internet access, % | 119 | 2.6 |
| 6.05 Broadband internet subscriptions/100 pop. | 127 | 0.0 |
| 6.06 Mobile broadband subscriptions/100 pop. | n/a | n/a |
| 6.07 Use of virtual social networks* | 122 | 4.3 |
| 7th pillar: Business usage | | |
| 7.01 Firm-level technology absorption* | 95 | 4.4 |
| 7.02 Capacity for innovation* | 121 | 2.4 |
| 7.03 PCT patents, applications/million pop. | 115 | 0.0 |
| 7.04 Extent of business internet use* | 117 | 4.2 |
| 7.05 Extent of staff training* | 121 | 3.3 |
| 8th pillar: Government usage | | |
| 8.01 Gov't prioritization of ICT* | 49 | 5.0 |
| 8.02 Importance of ICT to gov't vision* | 62 | 4.1 |
| 8.03 Government Online Service Index, 0-1 (best) | 58 | 0.36 |
| 9th pillar: Economic impacts | | |
| 9.01 Impact of ICT on new services and products* | 100 | 4.0 |
| 9.02 ICT PCT patents, applications/million pop. | 96 | 0.0 |
| 9.03 Impact of ICT on new organizational models* | 105 | 3.6 |
| 9.04 Knowledge-intensive jobs, % workforce | 103 | 7.3 |
| 10th pillar: Social impacts | | |
| 10.01 Impact of ICT on access to basic services* | 105 | 3.9 |
| 10.02 Internet access in schools* | 129 | 2.5 |
| 10.03 ICT use & gov't efficiency* | 104 | 3.6 |
| 10.04 E-Participation Index, 0-1 (best) | 94 | 0.10 |

Note: Indicators followed by an asterisk (*) are measured on a 1 to 7 (best) scale. For further details and explanation, please refer to the section 'How to Read the Country/Economy Profiles' on page 711.

সাব-ইনডেক্স এবং মোট ১০টি পিলারে ভাগ করে প্রত্যেকটি দেশের আইসিটি পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা হয়েছে। চারটি সাব-ইনডেক্স হচ্ছে : এনভায়রনমেন্ট সাব-ইনডেক্স, রেভিনেস সাব-ইনডেক্স, ইউজেস সাব-ইনডেক্স এবং ইমপ্যাক্ট সাব-ইনডেক্স। আর পিলার বা স্তম্ভ ১০টি হচ্ছে : পলিটিক্যাল অ্যান্ড রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট, বিজনেস অ্যান্ড ইনোভেটিভ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিজিটাল কনটেন্ট, অ্যাফডেবিলিটি, স্কিলনেস, ইন্ডিভিজুয়াল ইউজেস, বিজনেস ইউজেস, গভর্নমেন্ট ইউজেস, ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট এবং সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ স্কোর ৭ বিবেচনা করে প্রতিটি দেশের অবস্থান ও সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত চারটি সাব-ইনডেক্স বিবেচনায় দেখা গেছে : এনভায়রনমেন্ট সাব-ইনডেক্সে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্ক ১২৩তম এবং স্কোর ৩.২। রেভিনেস সাব-ইনডেক্সে র‍্যাঙ্ক ১০৩তম এবং স্কোর ৩.৯। ইউজেস সাব-ইনডেক্সে র‍্যাঙ্ক ১০৮তম এবং স্কোর ৩.০। আর ইমপ্যাক্ট সাব-ইনডেক্সে র‍্যাঙ্ক ১২৫তম এবং স্কোর ২.৭।

এনভায়রনমেন্ট সাব-ইনডেক্সের মধ্যে রয়েছে দুটি পিলার। এর প্রথম পিলার পলিটিক্যাল অ্যান্ড রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট এবং দ্বিতীয় পিলার হচ্ছে বিজনেস অ্যান্ড ইনোভেশন এনভায়রনমেন্ট। এ দুই পিলারে বাংলাদেশের স্কোর যথাক্রমে ২.৭ ও ৩.৭ এবং অবস্থান যথাক্রমে ১৩০ ও ১০০। রেভিনেস সাব-ইনডেক্সে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তিনটি পিলার।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিজিটাল কনটেন্ট, অ্যাফডেবিলিটি ও স্কিল। এই তিনটি পিলারে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ১১৪তম, ৫৮তম ও ১২৫তম স্থানে এবং স্কোর যথাক্রমে ২.৯, ৫.৪ এবং ৩.৩। ইউজেস সাব-ইনডেক্সে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তিনটি পিলার : ইন্ডিভিজুয়াল ইউজেস, বিজনেস ইউজেস ও গভর্নমেন্ট ইউজেস। এই তিনটি ইউজেস পিলারে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ১২৫তম, ১১৮তম ও ৫৬তম স্থানে আর স্কোর যথাক্রমে ১.৮, ৩.১ ও ৪.১।

অপরদিকে ইমপ্যাক্ট সাব-ইনডেক্সে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দুটি পিলার : ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট ও সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট। এ দুটি পিলারে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্ক যথাক্রমে ১২৫তম ও ১২০তম স্থানে এবং স্কোর যথাক্রমে ২.৫ ও ২.৯।

উল্লেখ্য, বর্ষিক ১০টি পিলারকে আবার বেশ কয়েকটি ইন্ডিকেকটর বা নির্দেশকে ভাগ করে প্রতিটি ইন্ডিকেকটরে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্ক ও স্কোর তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য গ্যে-বাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রিপোর্ট ২০১২-এ। নেটওয়ার্ক রেভিনেস ইনডেক্সের বিস্তারিত হতে এর বিবরণ উল্লেখ রয়েছে।

শেষ কথা

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রণীত গ্যে-বাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রিপোর্টটি বক্তিয়ে দেখা প্রতিটি দেশের নীতি-নির্ধারকদের জন্য অপরিহার্য এক বিষয়। এই রিপোর্ট মনোযোগ দিয়ে পড়লে প্রতিটি দেশ আইসিটি জগতে তাদের নিজ নিজ অবস্থান

সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারবে। স্পষ্ট হয়ে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গী-উ দেশটির দুর্বলতা রয়েছে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে কতটুকু সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে। আর সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারলে দেশের আইসিটি উন্নয়ন সঠিক পথে প্রবাহিত করা যায়। উন্নয়নের কথাগুলো এই বাংলাদেশে আইসিটি খাতের উন্নয়নের ও আইসিটিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অসেক কথাই শুনি, কিন্তু বাস্তবতার সাথে এর ফারাক বিস্তর। এ বিস্তারিত থেকে বাঁচতে হলে ও আইসিটি জগতে আমাদের সত্যিকারের অবস্থান জানতে হলে আলোচ্য 'গ্যে-বাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রিপোর্ট ২০১২' একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ লেখায় আলোচ্য টেকনোলজি রিপোর্ট থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সূচক, স্কোর ও আমাদের অবস্থান উল্লিখিত হয়েছে, তাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় আর দর্শাটি দেশের তুলনায় আমরা কতটুকু পিছিয়ে। আইসিটিকে সত্যিকার অর্থে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে আমাদের আরো কতটুকু পথ হাটতে হবে, তাও স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব আমাদের তাগিদ হবে সর্বাঙ্গী-উ সবাইকে এই রিপোর্টটি গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। আমরা যদি আমাদের আইসিটি খাতের সত্যিকার উন্নয়ন চাই, তবে এই রিপোর্টকে আমলে নিতেই হবে। মনে রাখতে হবে, শুধু কথাগুলো রচনা করে আইসিটি খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ■